..UUL 46

আজকের কাগজ

তারিখ 30 AUG 1996
পৃষ্ঠা ? কলাম ?

ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা

মেয়েদের হলগুলো এখন অস্ত্রধারী ক্যাডারদের আখড়া

কাগজ প্রতিবেদক ঃ অভিভাবকহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা থিতিয়ে আসার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। চরম অনিশ্চয়তায় আছে হলবাসী সাধারণ ছাত্রছাত্রিরা। ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘট, বহিরাগত অস্ত্রধারিদের আনাগোনায় ক্যাম্পাস জুড়ে এখন চরম উত্তেজনা। ছেলেদের হলগুলোর পাশাপাশি মেয়েদের হলগুলোও এখন হয়ে উঠেছে ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তিভূমি। দফায় দফায় পুলিশী তল্লাশির কারণে অরক্ষিত ছেলেদের হলগুলোর অস্ত্রশস্ত্রের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এখন মেয়েদের হলগুলো। বিবদমান প্রধান দু'টি ছাত্রসংগঠনের নেত্রিরা এ অস্ত্র হলের ভেতরে নিয়ে আসছে বলে একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে। সূত্র জানায়, ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রদলের নেত্রিরা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে হলে ঢুকছে। ক'দিন আগে ২ প্লাটুন মহিলা পুলিশ মেয়েদের হল তল্লাশি করলেও ক্ষমতাবান নেত্রিদের ঘরে তারা ঢুকতে পারেনি বলে সাধারণ ছাত্রিরা জানিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি পূর্ণাঙ্গ মহিলা হলসহ মোট ১৫টি আবাসিক হল রয়েছে। ছেলেদের হলগুলোতে পুলিশ যে কোনো মুহূর্তে তল্লাশি চালাতে পারলেও মহিলা হলগুলোতে সে সুযোগ থাকে না বিধায় নেত্রিরা নিরাপদে তাদের কাছে অবৈধ অস্ত্র জমা রাখছে বলে জানা গেছে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ ছাত্রলীগ (শা-পা) ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত নেত্রিদের মধ্যেও উত্তেজনা বেড়েছে। শামসুন্নাহার হল, রোকেয়া হল এবং রোকেয়া হলের বর্ধিত ভবন ফয়জুন্নেসা ছাত্রীনিবাসে গত এক সপ্তায় বেশ কয়েকবার সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত বুধবার রাতে শামসুন্নাহার হল প্রভোস্ট ও হাউস টিউটর সাধারণ ছাত্রিদের নিয়ে এক সাধারণ সভার আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য ছিলো গত সোমবার হল তল্লাশিকালে সৃষ্ট দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু সভা শুরু হওয়ার ঠিক আগে কে বা কারা দলের ভেতরে বোমা এবং রুম লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। আতঙ্কিত ছাত্রী ও শিক্ষিকারা এরপর যে যার রুমে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

সভা ভণ্ডুল হওয়ার আগেই শামসুন্নাহার হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ছাত্রদল নেত্রী সাথী আহত হয়। সাথীকে মারধরের প্রতিবাদে ছাত্রদল গতকাল অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেশ করে। নেতারা সমাবেশ থেকে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে।

এদিকে রোকেয়া হলের ছাত্রিরা জানিয়েছে, ওই একই সময় তাদের হল লক্ষ্য করেও কমপক্ষে ১০ রাউন্ড গুলি ও বোমা ছোঁড়া হয়েছে। উভয় হলের সাধারণ ছাত্রিরা সহিংসতার আশংকায় সারারাত ঘুমোতে পারেনি বলে জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে দূরে অবস্থানকারী কুয়েত মৈত্রী হলেও উভয় দলের নেত্রিরা অস্ত্র জমা রাখছে বলে সূত্র জানায়। তবে মূল ক্যাম্পাসে অবস্থিত ছাত্রী হলগুলোর মতো এখানকার অবস্থা অতোটা নাজুক নয়। তবে অন্যান্য হলগুলোতে যেভাবে সংঘর্ষ বাড়ছে তার প্রভাব মৈত্রী হলে ছড়াবে বলে উভয় সংগঠনের সমর্থকরা মনে করেন।